চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা।

ক্রঃ	স্মার্ট বাংলাদেশ উপযোগী গৃহীত/ গৃহীতব্য/ প্রস্তাবিত স্মার্ট উদ্যোগের শিরোনাম	উদ্যোগটির মাধ্যমে যে সকল চ্যালেঞ্জ/ সমস্যার সমাধান হবে	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্যোগটির সাথে সংশ্লিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ**	উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশের অধিক্ষেত্র***	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সময়কাল	বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা (%)			উদ্যোগটি বাস্তবায়নে কি প্রকল্প গ্রহণ প্রয়োজন হবে?	উদ্যোগ বাস্তবায়ন কারী সংস্থার নাম	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগী/ অংশীজন সংস্থার নাম	উদ্যোগ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় রিসোর্সসমূহ (প্রশিক্ষিত জনবল এবং বাজেট)	প্রয়োজনীয় রিসোর্স সমূহের সম্ভাব্য উৎস
							২০২৫ সালে	২০৩১ সালে	২০৪১ সালে					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
০১	স্মার্ট ইনভেন্টরি।	বন্দরের ইনভেন্টরির তথ্য সংরক্ষণ ও ফোরকাস্টিং সহজতর হবে।	বন্দরের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক ক্রয়কৃত/সংগৃহীত মালামালের তথ্য ম্যানুয়ালী সংরক্ষণ করা হয়। ফলে ক্রয়কৃত/সংগৃহীত মালামালের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা যায় না। তাছাড়া স্পেয়ার পার্টস সহ মালামালের ফোরকাস্টিং করা যায় না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট ইনভেন্টরি তৈরি করা হবে। স্পেয়ার পার্টস ও মালামালের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও ফোরকাস্টিং সম্ভব হবে।	স্মার্ট সরকার	কাগজবিহীন প্রশাসন ইত্যাদি।	স্মার্ট ইনভেন্টরি করার জন্য সম্ভাব্য সময় ২০২৫ সাল	৭০%	১০০%	--	প্রযোজ্য নয়।		টেকনোলজি ভেন্ডর (ডিজিটাল সিস্টেম তৈরির জন্য)	**প্রশিক্ষিত জনবলঃ ০৫ জন** প্রোগ্রামারঃ ০১ জন রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীঃ ০১ জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজারঃ ০১ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরঃ ০২ জন। **এককালীন ব্যয়ঃ** বিদ্যমান সফটওয়্যারের উন্নতি সাধনের জন্য ২০ লক্ষ টাকা। **বাৎসরিক ব্যয়ঃ** প্রশিক্ষিত জনবলের বেতন ভাতা বাবদ বার্ষিক ৩৬ লক্ষ টাকা।	--
০২	স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা	বন্দরের ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ম্যানুয়ালী সংরক্ষণ করায় ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সহজতর হবে।	বন্দরের ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি ম্যানুয়ালী সংরক্ষণ করা হয়। তাছাড়া ভুমি রাজস্ব আয় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়। বন্দরের ভূমির অবস্থান গুগল ম্যাপের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় না। ভূমি মন্ত্রণালয়, গুগল ম্যাপ ও পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে একটি স্মার্ট ভূমি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করা হবে। ফলে বন্দরের ভূমি ব্যবস্থাপনা কাগজবিহীন, স্বচ্ছ ও সহজতর হবে।	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি	কাগজবিহীন প্রশাসন, ক্যাশলেস অর্থনীতি ইত্যাদি।	স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য সম্ভাব্য সময় ২০৪১ সাল	৪০%	৮০%	১০০%	প্রযোজ্য নয়।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	ভূমি মন্ত্রণালয় ও টেকনোলজি ভেন্ডর	**প্রশিক্ষিত জনবলঃ ০৫ জন** প্রোগ্রামারঃ ০১ জন রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীঃ ০১ জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজারঃ ০১ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরঃ ০২ জন। **এককালীন ব্যয়ঃ** স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরির জন্য ৫০ লক্ষ টাকা। **বাৎসরিক ব্যয়ঃ** প্রশিক্ষিত জনবলের বেতন ভাতা বাবদ বার্ষিক ৩৬ লক্ষ টাকা।	--
০৩	স্বয়ংক্রিয় জেটি গেইট অপারেশন	ভিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি না থাকা; ডিজিটাল ফর্মে থাকা ডেটাগুলোকে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে উপাত্তনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাজে লাগাতে না পারা; প্রযোজ্য সবগুলো সেবা/ কার্যক্ষেত্রকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে না পারা, পেমেন্ট গেটওয়ের ইন্টিগ্রেশন না থাকা, কাগজের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণে বন্দরের জেটি এলাকায় যানবাহন প্রবেশ ম্যানুয়ালী নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এক্ষেত্রে স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জেটি এলাকায় যানবাহন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ সহজতর হবে।	বন্দরের জেটি এলাকায় কোন যানবাহন প্রবেশ করলে তা অনুমোদিত কিনা তা ম্যানুয়ালী যাচাই করা হয়। যানবাহনের লাইসেন্স, চালকের লাইসেন্স, ফিটনেস সার্টিফিকেট ইত্যাদি ম্যানুয়ালী যাচাই করা হয়। তাছাড়া এন্ট্রি ফিও ম্যানুয়ালী আদায় করা হয়। বিআরটিএ, পেমেন্ট গেটওয়ে ইন্টিগ্রেশন ও স্বয়ংক্রিয় গেইট স্থাপনের মাধ্যমে বন্দরের জেটি গেইট অপারেশন কাগজবিহীন, স্বচ্ছ ও দ্রুততর হবে।	স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি	পাবলিক সার্ভিস, ক্যাশলেস ইকোনমি, কাগজবিহীন প্রশাসন, উপাত্তনির্ভর গভর্নেন্স ইত্যাদি।	সংশ্লিষ্ট সিস্টেমগুলোর স্কেলআপ এবং ইন্টারঅপারেবিলিটি তৈরির জন্য সম্ভাব্য সময় ২০৪১ সাল।	৩০%	৭০%	১০০%	স্বয়ংক্রিয় গেইট স্থাপন সহ ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে স্মার্ট সিস্টেম তৈরির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	বিআরটিএ ও টেকনোলজি ভেন্ডর	**প্রশিক্ষিত জনবলঃ ১০ জন** প্রোগ্রামারঃ ০১ জন রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (হার্ডওয়্যার)- ০১ জন রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (নেটোওয়ার্ক)- ০১ জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজারঃ ০২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরঃ ০৫ জন। **এককালীন ব্যয়ঃ** স্বয়ংক্রিয় গেইট ও ক্যামেরা স্থাপনের জন্য ১৫টি জেটি গেইট X ৬০ লক্ষ = ৯ কোটি টাকা এবং সার্ভার ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ১ কোটি টাকা। **সর্বমোটঃ ১০ কোটি টাকা।** **বাৎসরিক ব্যয়ঃ** প্রশিক্ষিত জনলের বেতন ভাতা বাবদ বার্ষিক ৬০ লক্ষ টাকা।	মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, বিআরটিএ

সিস্টেমস এনালিস্ট
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ